

কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না... আর না...!!

আসুন, থালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা
করে আমরা প্রত্যেক থালাসেমিয়ামুক্ত
সমাজ গড়ার শরিক হই।

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবার মাঝে



October, 2026 Volume-XII, Issue-VIII

8 Pages, Rs. 2.00

R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

সুমধ্যমার সুকল্যাণে পাতিকা,
সুতানুগামী শিল্পীদের পরিচয়
ভরক খেঁচে পুঁজির আয়াম
ভুক্তি ও অস্বাভাবিক

এক পলক
দেখে

ব্রিকসে ইতিবাচক বার্তা

নয়াদিল্লি- সাত বছর পর চীন ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি ইতিবাচক বার্তা মিলেছে। বৃটিশ দেশই চায়, পারস্পরিক সম্মান ও বোকাপড়ার মাধ্যমে সমস্যার কারণগুলো সমাধান করতে। ভারতমণ্ডপমে পুতিন, মোদী ও শি-জিনপিংর পারস্পরিক সৌহার্দ্য নজর কেড়েছে।

দায়িত্ব জেলাশাসকদের

নয়াদিল্লি- নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) আওতায় জেলাশাসকদের শাসনপত্র দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ২.৩৮ লক্ষ সিএএ আবেদনের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছে কেন্দ্র।

সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি- 'আদর্শগত আপত্তির জন্য কেউ যদি 'বদমাশ'—এর এক অথবা সব কটি স্তর গঠিত না চান, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কাবাবি লিখা হওয়া উচিত নয় বলে মৌখিক পরবেশে জানাল সুপ্রিম কোর্ট।

নতুন লেবেল

নয়াদিল্লি- প্রসাধনী ব্যবহার প্যাকেটের ওপর লেবেলিং আইনে সংশোধনী আনল কেন্দ্র। আগে আমিশ-নিরামিশ নিয়ে চিহ্ন থাকত। নতুন নির্দেশনায় আমিশ হলে বাদামী বা লাল গোল চিহ্ন এবং নিরামিশের ক্ষেত্রে সবুজ গোলা চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

মাদক নিয়ে

নয়াদিল্লি- আগামী ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশ থেকে মাদক চোরচালান এবং মাদক ব্যবহার বন্ধ করার সময়সীমা বেঁধে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এবারের সুমধ্যমার শারদীয়া
ক্রোড়পত্র সহ মোট ১০ পাতা

এক পলক
রাজ্য

কমিশন গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি- যাদবপুরে ডিন অব স্টুডেন্টস, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, প্লেসমেন্ট অফিসার, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের মতো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ নিয়ে কমিশন বসালেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এসব পদে নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতেই কমিশন বসানো হল।

কোটি টাকার লগ্নি

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানের প্রশাসনিক সভায় জনিয়েছেন, রাজ্যে ৬০ হাজার কোটি টাকার ৩৩টি প্রকল্প হবে। ৩২ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

রিলায়্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি- এই রাজ্যে রিলায়্যান্স লগ্নি করতে পারে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুম্বইতে মুকেশ এবং তাঁর ছেলে অনন্ত আদানীর সঙ্গে রাজ্যে লগ্নির ব্যাপারে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রয়াত কেতকী কুশারী ডাইসন



নিজস্ব প্রতিনিধি- বহুভাষা চর্চার উত্তরাধিকারী কেতকী কুশারী ডাইসন (৮৬) ১১ সেপ্টেম্বর অঙ্গকোষ্ঠের হাসপাতালে প্রয়াত হলেন। দু'বার তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রয়াত মিঠু মুখার্জি



নিজস্ব প্রতিনিধি- বাংলা চলচ্চিত্রের দাপুটে অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জি (৭০) ২০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন। তাঁর অভিনীত 'মৌচাক', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'মর্জিনা আবদুল্লা' বক্স অফিস হিট করেছিল। শেষ ছবি 'আশ্রিতা'।

সৃষ্টিশীলতা ও রুচিশীলতার মিশেলে শুরু শারদোৎসব



কুমারটুলিতে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে শারদোৎসবের এবার থিমে এগিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরিবর্তনের পুজোর এবার অনেক পুজো উদ্যোক্তারা এই দুটি ব্যক্তিত্বের জীবনদর্শনই ফুটিয়ে তুলবেন। এর সঙ্গে রয়েছে 'ভারতমাতা' বা 'ভারত বন্দনা'। আছে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সনাতনী দুর্গাপুজোর বিভিন্ন দিক। শহর কলকাতার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিমা করা হচ্ছে সাবক। থিম হিসেবে জয়গা করে নিচ্ছে 'বন্দে মাতরম'।

অন্যদিকে, এবার দুর্গা পুজোতে অনেক উদ্যোক্তারা সরকারি অনুদান পাবেন না এবং নেবেন না। এরই মধ্যে রয়েছে অনেকের গত বছরের হিসেব নিকেশ নেই। মহালয়া এসে গেল। এই পরিস্থিতিতে এবারের খরচ সামালানো কঠিন ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে অনেক উদ্যোক্তাদের। শেষ পর্যন্ত সমস্ত খরচ মেটানো যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যেমনটা হয়েছিল ২০১১ সালে। স্পনসর পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুজা কমিটিকে কাজের বরাত দেওয়ার সময় অগ্রিম অর্থ দিতে হয়। সেই অর্থ চুকিয়ে দেওয়ার পরে বাকি টাকার যোগান কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত উদ্যোক্তারা। পুজা চত্বরে এল ইন্ডি বিজ্ঞাপন লাগাতে প্রতি বর্গফুটে ৬০০ টাকা দিতে হবে কলকাতা পুরসভাকে। শহরের অনেক বড়ো পুজো উদ্যোক্তারা এই এলইন্ডি লাইট লাগানোর ব্যাপারে ব্যাপক চিন্তায় পড়েছেন। কারণ বিজ্ঞাপন কোম্পানীদের অবদার, তাদের বিজ্ঞাপন এলইন্ডি দিয়েই করতে হবে। কিন্তু অন্যদিকে কলকাতার পুরসভার পাওনাগণ্য মেটানো হবে কীভাবে? তবে শারদোৎসবে শেষ পর্যন্ত উদম আর আনন্দে ভীটা পড়বে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

মুখের ব্যাকটেরিয়া হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে

সঞ্জীব আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- বেইজিংয়ের 'চাইনিজ একাডেমি অফ মেডিকেল সায়েন্স'-এর একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি মাড়ির রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া কীভাবে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়ে একটি বিশ্বকর আবিষ্কার করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ গুরুতর পেরিওডন্টাল রোগে (মাড়ির রোগ) আক্রান্ত। কিন্তু পেরিওডন্টাল রোগ আসলে কী? এটি মূলত দাঁতকে ঘিরে রাখা মাড়ি ও হাড়ের প্রদাহ এবং সংক্রমণকে বোঝায়। যদিও মুখের পরিস্ফুটন বজায় না রাখার কারণে এই রোগ হতে পারে, তবুও অন্যদের তুলনায় কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।

পিরিওডন্টাइटিস হলো পিরিওডন্টাল বা মাড়ির রোগের একটি গুরুতর ধরন, যা দাঁতকে ঘিরে রাখা কলা (tissues) ও হাড়ের ক্ষতি করে। পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, পিরিওডন্টাइटিস রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, অস্ট্রোবোসিস,

আলঝেইমার্স রোগ এবং হৃদরোগসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

গবেষণাগুলোতে নতুন কী উঠে এসেছে?

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় পেরিওডন্টাइटিস এবং ক্যালসিয়িক



ভালভ স্ট্রোমোসিস (CAVS) -এর মধ্যে একটি যোগসূত্র পাওয়া গেছে। CAVS হল হৃদযন্ত্র ও রক্তনালী সংক্রান্ত একটি গুরুতর সমস্যা। CAVS-এর কারণে অ্যাওটিক ভালভ সংকুচিত হয়ে যায়, যা হৃৎপিণ্ড থেকে

শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এটি কিভাবে ঘটে?

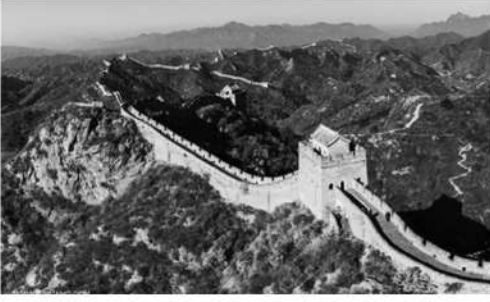
পিরিওডন্টাइटিস (মাড়ির গুরুতর সংক্রমণ) হলো সংক্রমিত মাড়ি থেকে ব্যাকটেরিয়া রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করতে পারে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ব্যাকটেরিয়ার সাথে আগে থেকেই বিভিন্ন হৃদরোগের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

তবে গবেষণাটি প্রাণীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। তাই গবেষকদের মতে, এর ফলাফলকে এমন প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয় যে অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষেত্রে সিএভিএস (CAVS) প্রতিরোধ করতে পারে।

গবেষকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহ চিকিৎসার একটি সম্ভাব্য লক্ষ্য হতে পারে, যা আরও বিশদ গবেষণার দাবি রাখে। তাই আশা করা যায় যে, এক্ষেত্রে গবেষণা অব্যাহত থাকবে এবং আরও অগ্রগতি সাধিত হবে।

પ્રશ્ન ૨

বর্জ্য থেকে চীনের ওয়াল ফ্রন্টিয়ার



চাইনিজ ওয়াল

বেইজিং- চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি (CCTV) জানিয়েছে যে, গত ২০ বছর ধরে খনির বর্জ্য থেকে নির্গত ধূলিকণার প্রভাবে চীনের বিখ্যাত 'গ্রেট ওয়াল' বা মহাপ্রাচীরের একটি প্রত্যন্ত অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর-মধ্য চীনে অবস্থিত এই প্রাচীরের যে অংশটি একটি প্রত্যন্ত খনি এলাকার মধ্য দিয়ে গেছে, সেখানে কয়লা খনির বর্জ্য বাইরে ফেলার জন্য এর প্রাচীন পাথরগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৭ সালে গ্রেট ওয়ালের গুওজিয়াও (Guojiaoyao) অংশে ক্ষতিসাধন শুরু হয়। সে সময় 'নিংইউ চাওকাউ কোল ইন্ডাস্ট্রি' নামের একটি লাইসেন্সবিহীন খনি কোম্পানি খননকারের বর্জ্য ফেলার জন্য প্রাচীরটির মধ্য দিয়ে একটি পরিখা খনন করেছিল। চীনের সবচেয়ে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং চীনা সভ্যতার প্রতীক হিসেবে এই প্রাচীরটি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত একটি পর্যটন গন্তব্য।

ইরানের প্রস্তাব, পাল্টা ট্রাম্প

তেহরান- পশ্চিম এশিয়াতে যুদ্ধ পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয় নি। চলছে হামলা, পাল্টা আক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে ইরান দাবি করেছে, আমেরিকা তাদের শর্ত মেনে নিলে আগামী সাতদিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে দেবে তারা। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইরানকে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আগামী দিনে আমেরিকা হামলা চালানো হবে'। ইরান সেনারাও পাল্টা হামলা চালাতে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দেয়। ইরান সেনার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, যুদ্ধ না চলিয়ে আমেরিকা যদি কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাতেও রাজি ইরান। তবে ইরান কোনমতেই আপোষ মীমাংসা করতে চাইছে না। ট্রাম্পের হুমকিতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। যদিও ট্রাম্প একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তা টিকিয়ে রাখতে চাইছে কারণ সামনেই ভোটার মুখে দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
১৮০০১৭০৬০৫
(০৩৩)২৫০০৬৫৭২
আঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD
ফোন নং ১৮৩৮০০৬৫০২৯



ডাক্তারবাবু, শুনছেন!



প্রঃ আমার বিভিন্ন সময়ে ইনফেকশনের জন্য অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকি। এইসব ওষুধের সাইড প্রফেক্ট এবং কিভাবে সতর্ক থাকা যায়, তা জানালে বাধিত হব। কৃপাচাচির্জি, বালিগঞ্জ

উঃ হ্যাঁ। আমাদের যে বিভিন্ন সময় অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয়। জ্বর, সর্দিশ্বাস, ডায়েরিয়া, ইউরিনারি ইনফেকশন এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিছুক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা Side Effect দেখে দিতে পারে। যেমন—

অ্যালার্জি (Allergy Reactions):

কখনও বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক থেকে পায়ে দাগ (Rashes), চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও আরও সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে, যেমন Stevens Jhonson Syndrome। এক্ষেত্রে পুরো শরীরে Rashes দেখা দেয়। ফোঁসা পড়ে যায় (Blisters), খাদ্যনালীর মধ্যের যে ঝিল্লী (Mucosa), তাও আক্রান্ত হয়। এটি খুবই সাংঘাতিক অবস্থা। পেনিসিলিন, সালফোনামাইড প্রভৃতি থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। সুতরাং এগুলি খুবই সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

কারণ যদি আগে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এরকম উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ঐ ওষুধ না দেওয়াই ভালো এবং চিকিৎসকের

কাছে এবং উল্লেখ করে রাখা দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়ার আগে সতর্কতামূলক পরীক্ষা (Sensitivity Test) করে নেওয়া উচিত। অল্পস্বল্প Rashes বা চুলকানি হলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, যেমন --- Fexofenadine, Cetirizine প্রভৃতি দিলে ঠিক হয়ে যায়।

Stevens Jhonson Syndrome হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা উচিত। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ছাড়াও স্টেরয়েড এবং Supportive Care দেওয়া প্রয়োজন হয়।

ডায়েরিয়া (Diarrhoea) : কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক থেকে হতে পারে, যেমন—অ্যামপিসিলিন, অ্যামপিসিলিন, সালফোনামাইডস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বেশী করে জল, ORS ল্যাকটোজালিসাস, কখনও বা মেট্রোনিডাজোল (Metronidazole) নিতে হয়। পরবর্তীকালে এই জাতীয় ওষুধ নিলে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনির সমস্যা (Nephro toxicity) : কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস (Streptomycin, Amikacin, Gentamycin প্রভৃতি) থেকে কিডনির সমস্যা হতে পারে, বিশেষতঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। সেইজন্য এইসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা পরে পরীক্ষা করে নিতে হয়।

যাদের কিডনির সমস্যা আছে, তাদের এইসব ওষুধ খুব প্রয়োজন না হলে না দেওয়াই ভালো।

কুইনোলোনস (Quinolones) : যেমন—Ciprofloxacin, Ofloxacin, Norfloxacin প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় ডায়ারিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন প্রভৃতিতে। কিন্তু মৃগী রোগ থাকলে এগুলি না দেওয়াই ভালো, কারণ এরা কিছুটা ডেকে আনতে পারে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া (Aplastic Anaemia) : কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন ক্লোরামফেনিকল, সালফোনামাইডস প্রভৃতি এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটি খুব সাংঘাতিক রকমের অ্যানিমিয়া। তবে এইসব অ্যান্টিবায়োটিক এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না।

এছাড়াও, অ্যান্টিবায়োটিকের বর্ধিত ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে। এটা একটা বিরাট সমস্যা। অনেক সময়ই দেখা যায় যে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও কোন জীবাণুক দমন করা যাচ্ছে না। জীবাণুর Multi Drug Resistant Strain-এর জন্য এরকম হতে পারে। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথাযথভাবে করতে হবে।

প্রঃ ASD-র চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই। শতদল দাস, হাওড়া
উঃ ASD বা Atrial Septal Defect হল এরকম জন্মগত হার্টের অসুখ (Congenital Heart

সা বাস স্মিথ

দুবাই- দুবাই থেকে তেলঅভিভাগমী বিমান এবং ১৮০ জন যাত্রীকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন ওই বিমানের ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিথ মজর। বিমানটি ছিনতাই এবং বিস্ফোরণ ঘটাবার মতলাবে ছিলেন ওই বিমানেরই সহ-চালক। সে ককপিটের মধ্যেই স্মিথকে ছুরি চালাতে থাকেন। পরে বিমানের যাত্রীরা বিস্ময়চকিতভাবে পেরে ককপিটে ঢুকে ওই সহ-চালককে বেঁধে বাইরে নিয়ে আসেন। স্মিথ এবং বিমানের যাত্রীদের তৎপরতায় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল বিমান ও যাত্রীরা।



তুষারধসে ২ জনের মৃত্যু

কাঠমাণ্ডু- নেপালের মানাং জেলায় হিমালয় হিমাল শৃঙ্গে তুষারধসের ঘটনায় দুজন নিহত এবং আরও ১০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। নার ফু এলাকায় অবস্থিত ৭,১২৬ মিটার উচ্চতার এই শৃঙ্গটির বেস ক্যাম্পে তুষারধসের ফলে একটি তাঁবু চাপা পড়ে। ওই তাঁবুতে ৭ জন পর্বতারোহী ও ১৩ জন সহায়তা-কর্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নির্বাক্তাণী বিপর্যয় সত্ত্বেও সংস্কারের বিষয়ে অনড় মার্জ

বার্লিন- ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত দুটি অঙ্গরাজের নির্বাচনে জার্মান চ্যাপেলর ফ্রিডরিখ মার্জ বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন—যার মধ্যে তাঁর দলের ঐতিহাসিক পরাজয়ও অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কষ্টদায়ক সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। মার্জ তাঁর দলের ফলাফলকে বিপর্যয় হিসেবে স্বীকার করলেও দুঃ ও অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেন এবং সরকারের সংস্কার কর্মসূচী থেকে সরে আসার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, জার্মানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর কারণে কঠিন ও সম্ভাব্য অর্জনপ্রিয় সংস্কারগুলো আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি এই সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন।

ইরানে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ

কায়রো- ১৮ই সেপ্টেম্বর সরকার আয়োজিত এক প্রতিবাদী সমাবেশে কয়েক লক্ষ ইরানি সমবেত হন। ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর এটিই ছিল এ ধরনের বৃহত্তম সমাবেশ। যেখানে তাঁরা প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইরানের বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ ও নতুন নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির অর্থনীতির যখন অবনতি ঘটছে, ঠিক সেই সময়েও ইরান সরকার জনগণকে একবদ্ধ করার এবং জাতীয় সংহতির ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হরমুজ প্রণালীতে একটি ট্যাঙ্কারের ওপর আরেকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে তারা। এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা তারা যুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই করে আসছে।

দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা

সিওল- ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়া তার পূর্ব উপকূল থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এটি তাদের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। এর কয়েক দিন আগেই পিয়ংইয়ং অভিযোগ করেছিল যে, ধারাবাহিক সামরিক মহড়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে। এছাড়া পিয়ং ইয়ংয়ের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের পারমাণবিক তদারকি সংস্থার গৃহীত একটি প্রস্তাব উত্তর কোরিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে। আমেরিকার কোনও কথই কানে নেয় না পিয়ংইয়ং।

উন্নততর বুদ্ধিমত্তাই ট্রাম্পের হাতিয়ার

ওয়াশিংটন ডিসি- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি ট্রাম্পের একদম পছন্দ নয়। তাই এই প্রযুক্তির নাম বদল করতে এখন উঠে পড়ে লেগেছেন ট্রাম্প। তিনিই নাম নির্বাচন করে প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যমে ছেড়েছেন। তিনি দেখে নিতে চান কোন নামটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করছেন। 'কুসিম' কথাটির বদলে তিনি চান 'উন্নততর' কথাটি যোগ করতে। এছাড়া রয়েছে 'চুড়া' এবং 'সর্বোচ্চ' কথাটি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ভোট পড়েছে। বেশিরভাগের পছন্দ 'উন্নততর' কথাটি।

(২) কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, যেমন, SLE, Rheumatoid Arthritis প্রভৃতিতেও এর মাত্রা বাড়ে। Inflammatory Bowel Disease-এও এর মাত্রা বাড়ে। (৩) hs CRP (Highly Sensitive CRP) এর মাত্রা হার্টের অসুখ বেড়ে যেতে পারে। এর মাত্রা বেশী থাকলে হার্ট আটক বা স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। (৪) গর্ভাবস্থার (Pregnancy) দ্বিতীয়ার্বে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ (Birth Control Pill) নিলেও রক্তে CRP-র মাত্রা বাড়তে পারে। (৫) আঘাত (Trauma) বা হাড় বাওরা (Burs) ক্ষেত্রে এর মাত্রা বাড়তে পারে।

প্রঃ ASD-র চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই। শতদল দাস, হাওড়া

উঃ ASD বা Atrial Septal Defect হল এরকম জন্মগত হার্টের অসুখ (Congenital Heart Disease), যেখানে হার্টের দক্ষিণ অলিঙ্গ ও বাম অলিঙ্গের মধ্যে যে দেওয়া থাকে তাতে ছিদ্র দেখা দেয়।

ছোট ছিদ্র হলে অনেক সময় পরবর্তীকালে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বড় বা মাঝারি ছিদ্র হলে অপারেশন কমিয়ে নেওয়াই ভালো। আগে ওপর হার্ট সার্জারি করা হত, কিন্তু এখন কাথেটার প্রবেশ করিয়ে ছিদ্র বন্ধ বা করা হলে পরবর্তীকালে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি পালমোনারী হাইপারটেনশন হয়ে যায়, তাহলে অপারেশন করা যায় না। যত তাড়াতাড়ি এটা করা যায় ততই ভালো। যাদের ছিদ্র রয়েছে, তাদের কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। যেমন-Ace Inhibitors, Beta Blockers প্রভৃতি। (পুনর্মুদ্রণ)



সর্বের মধ্যে ভূত

পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িৎগতিতে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল, তা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ও আপত্তি ওঠে। বিভিন্নরকম ক্রটির উদাহরণ দিয়ে নির্বাচন কমিশন, তথা কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। নির্বাচন কমিশন এসবের ত্রয়োকা না করে বহু মানুষের ভোটাধিকার অগ্রাহ্য করে বিধানসভা নির্বাচন সংঘটিত করেছে। একবারও বিষয়টি স্বীকার করা হয় নি। ভোটার তালিকা সংশোধন যেমন জরুরি কাজ তার থেকেও বেশি জরুরি লক্ষ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি। অন্যান্য রাজ্যে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি উঠেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আপত্তির বিষয়টি ছিল ব্যাপক। ভোট শেষে বিষয়টি ধীরে ধীরে বিস্তৃতির পথে চলে গিয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর একটি সর্বভারতীয় দৈনিক 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর একটি রিপোর্ট সব উল্টেপাল্টে দিয়েছে। সেই রিপোর্টে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ গোয়োগিটি সামনে উঠে এসেছে। জানা গেছে, গত দশ মাসে ১৪টি বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাকি দুই কমিশনার সুখবীর সিং সান্থ ও বিবেক যোশী আপত্তি জানিয়েছেন। নিয়মানুযায়ী নির্বাচন কমিশনের মেওয়া সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। ক্যান্টিনেট সচিবকেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অপর দুই কমিশনার। নির্বাচন কমিশন শুধু ভোটারদের ওপর নয়, নিজেদের অফিসের অভ্যন্তরেও অনেক অনৈতিক কাজ হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সেই কমিশন আজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রকে বিশ্বের দরবারে কালিমালিপ্ত করল বলে মনে করছেন দেশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। জানা গেছে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম-৬-এ একটি কলম যুক্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সংকটগ্ণ্যারের মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ১৩ কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে বিষয়টি ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত গিয়েছে এবং বিস্ময়করভাবে নির্বাচন কমিশন স্বয়ং সেই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে অধিকাংশ ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

নির্বাচন কমিশনের মত সংস্থা যখন বিশেষ স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সাংবিধানিক সংকট থেকে পরিষ্কারের উপায় হল নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যম সভ্যকে সামনে আনা। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্তে সব অন্যায় সামনে চলে আসার ভরসা কেউ দিতে পারেন না। এখন দেখার সুপ্রিম কোর্ট কি আদেশ দেয়?

জগজজননী

কেশবচন্দ্র সেন

সর্বরাজেশ্বরী জননী প্রত্যহ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সন্তানদিগের ঘরে আসিয়া সমুদয় সাংসারিক কার্য নির্বাহ করেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কথা কহিলেন না, গোল করিলেন না, তাঁহার কোন আভুসর নাই, কিন্তু সকল হিতকর কার্যই তিনি করিতেছেন। মা গোপনে কার্য করেন। নির্লঙ্ঘ অহঙ্কারী পুরুষদিগের নায়। তিরি আভুসর ভালবাসেন না। মা এমনিভাবে কাজ করেন যেন তিনি কিছুই করেন না। মানুষকে তিনি সকল গুণ কর্মের সুখ্যাতি লইতে দেন, আপনি লুকহিয়া থাকিয়া মনুষ্যকুলের গৌরব বৃদ্ধিকরেন। তিনি নিজ গৌরব আলাঞ্জল করেন না। মা সন্তানদিগকে বলেন, 'তোমরা সুখ্যাতি লও, মা সুখ্যাতি চান না।' মা লজ্জায় মাথা ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তিনি সমুদয় কুলবধুর দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁহার অন্তঃপুরের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। মা কি যাকে ভাকৈ দেখা দেন। শ্রীধরপা জগন্নাথ কি রাস্তার লোকদেন নিকট প্রকাশিত হন? মার নামে নির্লঙ্ঘতার কলঙ্ক আরোপ করে এমন পাণ্ডব কে আছে? নাস্তিক পাণ্ডবদিগের নাস্তিকতা দস্ত এবং পরিহাসও মাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনিতে পারে না। মার এমন উজ্জ্বল রূপ আছে যাহা প্রকাশ হইলে পৃথিবীতে একজনও নাস্তিক থাকিতে পারে না। যদি মা লজ্জা পরিভ্রাণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা থাকিত। মার অসংখ্য রূপ গুণ আছে, কিন্তু কতজন লোক মাকে দেখিতে পায়?

এলি উইজেল— আমাদের পক্ষ নিতে হবে। নিরপেক্ষতা নিপীড়ককেই সাহায্য করে, কখনওই নিপীড়িতকে নয়।

মারিয়া ভন ট্রাপ—সদীত একটা জলুচাবির মতো কাজ করে, যা দিয়ে সব থেকে বন্ধ হাদরকেও উন্মুক্ত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।

স্টিফেন হকিং—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ বিকাশই সম্ভবত মানবসভ্যতার সমাপ্তির ঘোষণা করতে পারে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com

ই-মেইল : serumthalassemia2022@gmail.com

যোগাযোগ : 98305 60296

ফেসবুক : Serum Thalassaemia Prevention Federation

মাসভাসামি

- ১ অক্টোবর — বিশ্ব প্রবীণ দিবস
ডঃ নীলরতন সরকারের জন্ম ১৮৬১
সংগীত পরিচালক ও শিল্পী শচীনদেব বর্মণের জন্ম ১৯১৬
কাম্মীরে বিধানসভা ভবনে ভুলি আক্রমণ ২০০১
- ২ অক্টোবর — কলকাতায় জিপিও চালু হল ১৮৬৮
নাট্যচর্চা শিল্পী শিবির ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯
- ৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকৃতি দিবস
নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭
- ৪ অক্টোবর — প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করল রাশিয়া ১৯৫৭
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৯০১
- ৫ অক্টোবর — কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় প্রবল ঝড়ে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪
- ৬ অক্টোবর — ইনস্টাগ্রাম চালু হল ২০১০
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩
ভারতীয় হোজদারি বিধি আইনে রূপান্তরিত হল ১৮৬০
- ৭ অক্টোবর — মিশনারিজ অফ চারিটি প্রতিষ্ঠা করলেন মাদার টেরিজা ১৯৫০
বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন রসায়নে নোবেল পেলেন ২০০৯
- ৮ অক্টোবর — শুভদ আল্লাউদ্দিন খাঁ-র জন্ম ১৮৬২
সাহিত্যের নোবেল পেলেন সল্‌কেইনিস ১৯৭০
- ৯ অক্টোবর — চেণ্ডোভারকে হত্যা করা হল ১৯৬৭
সরোদ শিল্পী আমজাদ খানের জন্ম ১৯৪৫
- ১০ অক্টোবর — ডঃ দ্বারকানাথ শাস্ত্রীকে কোটনিসের প্রায় ১৯১০
কারবালার যুদ্ধ জয় করলেন উমায়্যেদ ৬৮০ খ্রীঃ
- ১১ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্ম ১৯০২
কলকাতায় ভূমিকম্প এবং ঝড়ে একদিনে তিন লাখ মানুষের মৃত্যু ১৭৩৭
- ১২ অক্টোবর — সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪
- ১৩ অক্টোবর — ডগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ ১৯১১
পুনরায় চালু হল স্টার থিয়েটার ২০০৪
শিল্পী কিশোরকুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭
- ১৪ অক্টোবর — অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অমর্ত্য সেন ১৯৯৮
লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম ১৯৩০
- ১৫ অক্টোবর — দিল্লির একমাত্র মহিলা সুলতান রাজিয়া সুলতানার প্রয়াণ ১২৪০
দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের জন্ম ১৯৩১
মোহন সপ্তটি আকবরের জন্ম ১৫৪২
- ১৬ অক্টোবর — বাংলায় মারায়ত্ব ঝড়ে চল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৪২
বাংলা ভাগের শুরু ১৯০৫
- ১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক গারিবী দিবস
- ১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভ্যর্থনা ১৯৯০
- ১৯ অক্টোবর — শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮
- ২০ অক্টোবর — সুরকার ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১
- ২১ অক্টোবর — বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের জন্ম ১৮৩৩
আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন নেতাজি ১৯৪৩
- ২২ অক্টোবর — বাংলা ও বিহারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে নবাব রাজ্যের পতন শুরু ১৭৬৪
কবি জীবনানন্দ দাসের প্রয়াণ ১৯৪৪
- ২৩ অক্টোবর — কবি শামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ২০১২
- ২৪ অক্টোবর — জাতিসংঘের (UNO) প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫
দেশে প্রথম টিউব রেলের কাজ শুরু হল কলকাতায় ১৯৮৪
লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪
- ২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১
- ২৬ অক্টোবর — ফজলুল হকের জন্ম ১৮৭৩
কবি মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮
- ২৭ অক্টোবর — ভারতীয় গণিতবিদ সি পি রামানুজের প্রয়াণ ১৯৭৪
- ২৮ অক্টোবর — ডগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭
'গ্যাসিভার ট্র্যাভেলস' উপন্যাস প্রকাশিত হল ১৭২৬
- ২৯ অক্টোবর — সুয়েজ খাল দখল করতে মিশর আক্রমণ করল ইজরায়েল সেনারা ১৯৪৬
- ৩০ অক্টোবর — রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হল ভারত ১৯৪৫
হোমি জে ভাবার জন্ম ১৯০৯
লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭
- ৩১ অক্টোবর — দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪
কবি জন কিটসের জন্ম ১৭৯৫
বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন বিশ্বনাথন আনন্দ ২০০৮
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন ১৮৭৫

ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাপে নজরবিহীন সন্দেহ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত সেপ্টেম্বরের প্রথমেই ভারতের জাতীয় আয়-এর পরিমাপ নিয়ে নজির বিহীন তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে। প্রথমে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরকারি লোকজন এবং সরকারের পক্ষের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শুরু হয়। শীঘ্রই তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বিরোধী শিবির মূলত কংগ্রেস এই জাতীয় আয়ের হিসাব নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ প্রকাশ করে। এই বিষয়টা একটা এমন জায়গাতে পৌঁছায় যে জাতীয় আয় পরিমাপের মত একটা জটিল বিষয়ও সাধারণ মানুষের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কী কারণে জাতীয় আয়ের পরিমাপ তর্কের বিষয় হল?

ভারতের পরিসংখ্যান এবং প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (এম ও এস পি আই, MOSPI) মন্ত্রকের অধীনে ন্যাশানাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস আছে। তার অধীনে যে ন্যাশানাল একাউন্টস ডিভিশন আছে তারা ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করে। জাতীয় আয় কীভাবে মাপা হয়? এটা একটা জটিল এবং খুব বড় মাপের হিসাব নিকাশ। এটা এমন একটা অর্থব্যবস্থার (দেশের) মধ্যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ দ্রব্য এবং পরিষেবার উৎপাদন হয় তার মোট পরিমাণ। এটা দেশের মুদ্রায় হিসাব করা হয়, অর্থাৎ কত মূল্যের পরিষেবা এবং দ্রব্য একটা দেশে কোন তিনমাসে বা এক বছরে উৎপন্ন হয়েছে তার হিসাব। কোন দেশে মোট কত মূল্যের

ভোগ্য পণ্য তৈরি হয়েছে, মোট কত মূল্যে বিনিয়োগ হয়েছে, মোট কত মূল্যের সরকারি খরচ হয়েছে এবং মোট কত মূল্যের আদানি রপ্তানি হয়েছে—তার যোগফল। এটাকে প্রথমে দেশের নিজস্ব মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়। যেমন—ভারতের কোন এক বছরে বা তিন মাসে কত রুপির মোট উৎপাদন হয়েছে। তবে যদি আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করতে হয় তখন এই রুপির হিসাবকে ডলারে পরিণত করে ফেলা তহবে।

বিতর্কের মূল বিষয়

চলমান ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল-জুন) ভারতীয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৭.৮% হয়েছে বলে সরকার ঘোষণা করেছে। এটিকে এই বড় অঙ্কটি ঘোষণা হতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে এর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সরকারের বড় সাফল্যকে তুলে ধরতে। এটা এক অবাক করা আয়বৃদ্ধির হিসাব।

এটিকে সরকারের পক্ষের বিশেষজ্ঞরা বলতে লাগলেন এর মধ্যে কোনও ইচ্ছাকৃত ভ্রষ্ট নেই। সবকিছুই হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত স্ট্যাটিসটিক্সের পদ্ধতি অনুসারে। গত অর্থ বছরের ওই সময়ে আয়ের হিসাব ৮০ লক্ষ কোটিতে নেমে গেছে কারণ বর্তমান আয় পরিমাপের ভিত্তিবর্ষ এর পদ্ধতি সবই আগের নিয়মের থেকে আলাদা। তাই এইভাবে তুলনা করা যায় না। এটা হলে বলা হবে

আপেলের সঙ্গে ভিন্ন এক ফল কমলা লেবুর সঙ্গে তুলনা করা। তাই সরকারের আসা পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ অর্থহীন।

কিন্তু অর্থনীতিবিদ প্রণব সেন যিনি আবার ভারতের প্রাক্তন মুখ্য পরিসংখ্যাবিদ, তিনি বললেন, যদিও নতুন-পুরোনো সিরিজের সঙ্গে তুলনা করা চলে না ঠিকই কিন্তু এবারে পদ্ধতিতে ঠিক কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকারের তা না প্রকাশ করে জটিলতা বাড়িয়েছে। তিনি এও মনে করেন কারেন্ট প্রাইস বা চলতি মূল্যমান থেকে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সেই তথ্য পাওয়ার সন্দেহ থাকছে, কারণ আমাদের দেশে উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন খরচ কত এটা জানাতে বাধ্য নয়। তাদের কাছ থেকে এ বিষয় সঠিক তথ্য সরকারের কাছে আসে কি না তা নিয়ে অধ্যাপক সেনের সন্দেহ আছে। এবং এটা ঠিক না হলে আয় পরিমাপের পদ্ধতি ঠিক হবেই না।

এছাড়া ভারতের প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াম মনে করেন আগেও যেহেতু দেখা গেছে ভারতের আয় পরিমাপের বৃদ্ধি ভ্রষ্টপূর্ণ এবং আসল আয় সরকারের হিসাব থেকে ১.৫% থেকে ২% কম হবে। তাই এক্ষেত্রেও সন্দেহ থাকছে। সরকার যে যে কারণে বলছে কোন আয় বৃদ্ধির হার এত বেশি ঠিক সেই সেই কারণগুলি যখন গত এক-দুই বছরে দুর্বল ছিল তখনও জাতীয় আয় বেশি বেশি করে দেখানো হত। তাছাড়া, নোট বন্দীর কারণ, জিএসটি প্রচলনের কারণ,

করোনাতে বিভিন্ন পলিসির কারণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের কথা ও বাস্তবে এত ক্যাবার্ক এই সবই এই সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বস্ততার একটা বড় ঘাটতি তৈরি করেছে। তাই সাধারণ মানুষ যারা এইসব অঙ্ক বা পরিসংখ্যানের অর্থ বিশ্লেষণ বোঝে না তারাও এই হিসাবকে বিশ্বাস করছেন না। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের ওপর বিশ্বাস তৈরি করা রাষ্ট্রপরিষদদের একটা নৈতিক দায়িত্ব। তবে এটা মনে রাখতে হবে এই সরকারের তথ্য যোগাড় এবং তার বিশ্লেষণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্থলে সুনাম কমেছে। এর আগে ভারতের পরিসংখ্যানের বিষয়ে বেশ সুনাম ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (আইএমএফ) গত বছরও এই বিষয়ে সমালোচনা করেছে।

সন্দেহের ক্ষেত্র আরো

কেবল নতুন পদ্ধতি এবং ভিত্তিবর্ষ পাষ্টে দেওয়ার কারণেই নয়। সমালোচনা শোনা যাচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নির্মাণ ক্ষেত্রের (কনস্ট্রাকশন) প্রকৃত বৃদ্ধির হার টাকার অঙ্কে বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। এটা একটা উল্টো ধারণা। প্রথম টাকার অঙ্কে হিসাবকে প্রকৃত হিসাবে দেখতে দ্রব্যমূল্যের অংশটুকু বাদ দিই। তাই প্রকৃতমূল্যের হিসাবে তাকমে যায় কারণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি একটি প্রায় সবসময়েই উর্দ্ধমুখী ব্যাপার। কিন্তু সমালোচনা হচ্ছে নির্মাণ ক্ষেত্রে কেন বিপরীত চিত্র এল অর্থাৎ ওই ক্ষেত্রের কি দাম নিম্নমুখী ছিল? মোটেও না।

নির্মাণ ক্ষেত্রের কোন অংশেরই দাম কমে যাচ্ছিল না। আসলে ঠিক বিপরীত। দাম বেড়েই চলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের বাজারে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সঙ্গে সরকারের ঘোষিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার মিলেছে না। তাই প্রকৃত জাতীয় আয় এবং বাজারে চলতি পামের হিসাবে জাতীয় আয়ের হিসাবে সন্দেহ হচ্ছে। চলতি দামে হিসাব থেকে যে পরিমাণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বাদ দেওয়া হচ্ছে তা অনেক কম হচ্ছে বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার সত্যি বেশি বলে সাধারণ মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছে। তবে সমালোচনা হচ্ছে যে যদি জাতীয় আয় এতই বেশি তবে দেশে ৮০% মানুষের তেমন কোনো ভাল অবস্থা হচ্ছে না কেন? বাজারে ভাল মানের কাজের সুযোগ মিলছে না কেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে। জাতীয় আয় হিসাব আসলে একটা গড় হিসাব। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সকলে ভালমন্দের হিসাব জড়িত নয়। এমনকী ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রই বেশি তাই তাদের অবস্থার কথা এই আয় বৃদ্ধিতে সঠিকভাবে আসে না। তাই যেহেতু সাধারণ মানুষের উন্নতির হিসাব এই তথ্য প্রকাশ করে না তাই কেবল আয় বৃদ্ধির হিসাব খুব বড় বিশ্বাস নয়, যদি না এটা বহু মানুষের কাছে পৌঁছায়। তাই আয় বৃদ্ধি অবশ্যই বেশি বেশি হলে কিন্তু এটাই অনেক ভাবার দরকার নেই। এই বর্ধিত আয় কতটা সাধারণ মানুষের কাছে গেল তা না দেখলে ভাল কিছু বোঝা যাবে না।

ভারতে ব্রিকস ২৬ শীর্ষ সম্মেলন কতটা আশাব্যঞ্জক

নিজস্ব প্রতিনিধি- ব্রিকস এর অর্থ হল ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না। এই গোষ্ঠীর প্রথম সম্মেলন হয় রাশিয়াতে ২০০৯ সালে। এই চারটি দেশের মিলিতভাবে কোন গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি খুব সুচিন্তিত বলে প্রথমে না-ও হতে পারে। এই চারটি দেশের আর্থনৈতিক অগ্রগতি ভবিষ্যতে বেশ আশাব্যঞ্জক। তাই বিনিয়োগকারীরা এদেশগুলোর দিকে নজর দিতে পারে এবং লাভবান হতে পারে। এই বার্ষিকি বেশ জনপ্রিয় হয় এবং অনেকেই এটাকে রাজনৈতিকভাবে কিছু ফায়দা তুলতেও চেষ্টা করে।

ব্রিকস-এর বাস্তবে প্রকাশ হল ২০০৯-এ

এইরকমভাবে কিছু দিন চলা পর ২০০৬ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া এবং চীনের বিদেশমন্ত্রীদের একটা সরকারিভাবে বৈঠক হল ২০০৬-এ। এটা হয়েছিল নিউইয়র্কে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সাধারণ সভার মিটিং চলাকালীন দিনগুলোর মধ্যে। সেখানেই তৈরি হয়ে গেছিল ব্রিকস গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। পরে পরে আরো দেশ যুক্ত হল ব্রিকস-এর সঙ্গে। এল মিশর বা ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইরান, ইউএই, ইন্দোনেশিয়া। বর্তমানে অবশ্য এই ১১টি দেশই ব্রিকস-এর পূর্ণ সদস্য। এছাড়া আরো ১০টি দেশ আছে যারা ব্রিকস-এর অংশ। এটা ঠিক ব্রিকস-এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ব্রিকস-গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

ব্রিকস গঠনের কতগুলো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, কয়েকটি দেশের মধ্যে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য কিছু উন্নত দেশ পৃথিবীতে একটা বড় মন্যতা নিয়ে বসে আছে। এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক যে সংস্থাগুলো আছে, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক তাত্ত্বিক বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ওখানে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে আমেরিকা এবং আরো কিছু ধনী পাশ্চাত্য দেশই প্রাধান্য পেত। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওখানে ভূমিকা দুর্বলই ছিল।

দ্বিতীয়ত, এটা জানা আছে সমগ্র বিশ্বেই আমেরিকার ডলার-এর প্রবল প্রাধান্য চলে আসছে বর্ধমান ধরে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। তাই এটা অনেক দেশের ভাবনাতে তৈরি হচ্ছিল যে একটা নতুন কোন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান জরুরি যা ডলারের অধিপত্য কমাতে সাহায্য করবে। এই ব্রিকস-এর পরবর্তী যে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠিত হল তা এ ভাবনা থেকেই।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে এক মার্কিনীক দেখা দিয়েছিল। তাই এই পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল অনেক দেশ। এটা করতে পারলে আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর।

ব্রিকস-এর ২০২৬-এর সম্মেলন এবং নিউদিল্লী ডিক্লারেশন

এই ২০২৬ এ ব্রিকস এর ২০ বছর পূর্ণ হল। একবার শীর্ষ সম্মেলনের দায়িত্ব ছিল ভারত এবং গত ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে হয়ে গেল এর ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন। আগামী বছরের অর্থাৎ ২০২৭-এর নেতৃত্ব থাকছে চীন। এবছর ভারতের পক্ষ থেকে ১৪০ টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রায় সকল বিষয়েই তেমন কোন বিতর্কের দেখা পাওয়া যায় নি। এ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার।

এক, উন্নয়নশীল দেশ এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দুর্বল দেশগুলোর যাতে করে ইউনাইটেড নেশন্স (ইউএন) বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো যায় এই সম্মেলনে তা তুলে ধরা হয়েছে ব্রিকস-এর পক্ষ থেকে। দুই, ইউএন-এতে সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচনে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলো থেকে আরো যাতে আসতে পারে তার দিকে নজর দেওয়ার বিষয়ে ব্রিকস গোষ্ঠী দাবি জানাচ্ছে। তিন, বিশ্বে উন্নয়নশীল বা মারিগ্রদেশের ভালব জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউএএ) অগ্রাধিকার দিতে হবে। চার, আফ্রিকা মানুষদের এখন ক্রীতদাসের মত করে রেখে দেওয়া বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জকে বেশি করে নজর দিতে হবে। পাঁচ, বিশ্বে যাতে করে জাতি বৈষম্য কম, অন্যদেশের মানুষের বিষয়ে অহেতুক অত্যাচার কম তার দিকে আলাদা করে নীতি প্রণয়ন

আরো জোড়ার করতে হবে। ছয়, বিশ্বে যাতে করে উন্নয়নশীল এবং গরীব দেশে উৎপাদনের অংশ বাড়ে তার দিকে নজর দিতে হবে। এর জন্য কোটা বাড়ানো সহ অন্যান্য সংস্কার আনতে হবে। সাত, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডেভলপিউটিও)-র নিয়ম লম্বু করে বিভিন্ন দেশ যে ক্ষম আরোপ করে বাণিজ্য আটকে বিশ্বের সাধারণ দেশের ক্ষতি করেছে। তারদিকে নজর দিতে হবে বলে ব্রিকস দাবি করেছে। আট, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে হঠাৎ করে বিভিন্ন দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিভিন্ন দেশের আর্থিক ক্ষতি করা হচ্ছে। এগুলো অচিরেই বন্ধ করতে হবে। নয়, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক স্তরে শান্তি এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়ে নজর দিতে হবে। দশ, নিউক্লিয়ার বিপদ এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব বাড়াও আশঙ্কা জানিয়েছে ব্রিকস। এগারো, মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিষয়ে বিভিন্ন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে এই সম্মেলনে। এর মধ্যে প্যালেস্টাইনের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে এবং গাজার যে মানবিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানুষের আতঙ্কে সব দেশ ছাড়ার প্রবণতা তা ছাড়া বা অস্থায়ী হোক তা বড় রকমে মানবিক সঙ্কট। তেরো, জেরুজালেমের ঐতিহাসিক অবস্থান কী হবে তা নিয়ে বিশেষ এমনই ঠিক করার বিষয় বলে মনে করে সম্মেলন। পনেরো, লেবাননের ওপর গুলি ধামাতে ব্রিকস স্তম্ভিত অনুভব করেছে।

ব্রিকস এখন পর্যন্ত কতটা সফল?

অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন ব্রিকস-এর সাফল্যের চেয়ে দুর্বলতাই এখন বেশি। প্রথমত, পাশ্চাত্যদেশের সমান্তরাল শক্তি হিসেবে ব্রিকস এখন কিছুই করে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বা দুর্বল দেশের ক্ষমতা বৃদ্ধি এখনও কেবল আলোচনাতাই সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, ডলারের বিপরীতে কোন মাত্রা এখনও ব্রিকস এ উদ্ভব হয় নি। ডলারে যা দুর্বলতা তা বিভিন্ন কারণে। চতুর্থত, আমেরিকার ইচ্ছানুযায়ী চলছে শুষ্ক চাপিয়ে বিভিন্ন দেশকে অসুবিধায় কোনার খেলা। নিষেধাজ্ঞা লাগানোতে কোনভাবে কমে যাওয়া চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম এশিয়াতে যুদ্ধ থামার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে না। পঞ্চমত, ব্রিকস মুদ্রা চালু তো দূরের কথা এখন কোন অগ্রগতিই চোখে পড়ছে না। ষষ্ঠত, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তৈরি হলেও তা এখনও আইএসএফ বা বিশ্বব্যাংকের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

তাহলে কী দেখা যাচ্ছে?

দেখা যাচ্ছে এখনও চীনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন কেবল রাশিয়া এবং ইউএই-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভারতের বাণিজ্য। তাও রাশিয়া ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। চীনও সেভাবে নিজেদের মুদ্রায় বাণিজ্য করতে বেশি উৎসাহিত নয়। এমনকী ভারতও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলারই নিতে বেশি পছন্দ করছে অন্য দেশে রপ্তানির ওপর। তাই এখনও বিশেষ কোন লক্ষ্য ফলপ্রসূ হয় নি।

খুচরো ও পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি, সুদ বৃদ্ধির আশঙ্কাকে চাগিয়ে তুলছে

জীবনচন্দ্র পাইন

দুনিয়া জুড়ে তীব্র অনিশ্চয়তার মহল। পশ্চিম এশিয়ায় আশু যুদ্ধ থামার কোন ইঙ্গিত নেই। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ডলারের উল্লেখ্য রূপ। কাঁচা তেল উপরে 108 ডলার প্রতি ব্যারেল হয়ে 101 টাকার কাছে। অগাস্টে চড়েছে খুচরো ও পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি যথাক্রমে 4.82% এবং 9.92%। যা উদ্বেগ দিচ্ছে সুদ বৃদ্ধির আশঙ্কাকে। আগামী অক্টোবরে বা ডিসেম্বরে RBI তা করতে পারে। জাপান ও আমেরিকা মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য ইতিমধ্যে সুদ বৃদ্ধি করেছে।

শেয়ারবাজারের সুদকটানা ছ-সপ্তাহে নেমেছে। যা ২০২০-র পর এই প্রথম। বড় মাপের শেয়ারে বস নেমেছে বেশি।

কোথাও কোন ভালো খবরের ইঙ্গিত নেই দেশে। বরষায় এখনও এ পর্যন্ত 15% ঘাটতি, ফলে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়বে। এও সুদ বৃদ্ধিরও আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেবে।

মোটামুটি অনেকগুলো কারণ অর্থনীতি তথা শেয়ার বাজারে অজ্ঞিজেন কমিয়ে দিচ্ছে। ভূরাজনৈতিক নানা খবরে তীব্র নজর রাখতে হবে। ছোট শেয়ারে তেমন আঘাত না হলেও বড় শেয়ারে ভালো রকম আঘাত এসেছে। খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলে কাজ করতে হবে।

নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল

কারারো ইন্ডিয়া (Carraro India) লিমিটেড : 2024-এ IPO আগে কোম্পানি। 'অটো অ্যাগিলিয়ারি কোম্পানি। এগ্রিকালচার (agreculture) ট্রাক্টর (Tracture) এবং কনজিউমার (consumer) যান (vehicle) এরা তৈরি করে। ভাল প্রোমোটর গ্রুপ। দেশীয় বাজারে এদের Rating ও ভালো। কোম্পানির Fundamental base চমকপ্রদ। 28% Return on Capital, 26% Return on Equity। তিন বছরের মুনাফার (Profit) গড় প্রায় 42%। মহাম্যেয়াদে (MT) 700 – 750 টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। যারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগে উৎসাহী তারা বর্তমান দাম থেকে SIP (Systemetic Investment Plan) করতে পারে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

সোনা বি এল ডব্লিউ প্রিসিসান (Sona BLW precession) : ভালো ট্রেন্ডমাসিক ফল। কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি (Fundamental Base) খুব ভালো। কোম্পানির মোট আয়, নীট মুনাফা এবং লভ্যাংশ খুব ভালো। দেশীয় এবং বিদেশি (DII – FII) বিনিয়োগকারীদের ভালো হোল্ডিং আছে। প্রোমোটরদের বিনিয়োগও ভালো। দীর্ঘমেয়াদে SIP করতে পারেন। এই শেয়ার 'লম্বা রেসের ঘোড়া'।

ক্যাপলিন পয়েন্ট ল্যাবরেটরিস লিমিটেড (Caplin Point Laboratories LMT) : 1990 সালের কোম্পানি। 1994-এ IPO-এর মাধ্যমে শেয়ারবাজারে নথিভুক্ত হয়। কোম্পানির কর্মকাণ্ড দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে আছে। 177 গুণ বেশি আবেদনকারী এই শেয়ারে আবেদন করেছিল যখন বাজারে প্রথম IPO আসে। স্বল্পমেয়াদে 2850 টাকার কাছে এবং মহাম্যেয়াদে 3150-এর কাছে যেতে পারে। 'টাইট স্টীল'-180-182 টাকার কাছে আসলে নিয়ে খেলবেন। 190 টাকার কাছে আসলে অবশ্যই খালি করে দেবেন। 32.10 – 32.20 তে আইওবি (IOB) কিনবেন। 1250 টাকার আশেপাশে রিলায়েন্স কিনে খেলবেন।

Yes Bank 22 টাকার আশেপাশে কেনার কথা ভাবা যেতে পারে। যারা 'Yes bank'-এ SIP করছে তারা করবেন। দামের দিকে তাকাবেন না। দীর্ঘমেয়াদে এই দুটো শেয়ার লম্বা রেসের ঘোড়া।

Commodity :

টানা-শেয়ার বাজারে মন্দীভাব, সোনা রূপোর দামে ভালো গুঠানামা করেছে। Mark to Mark দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে, নিচের দামে সোনা ও রূপো কিনে খেলবেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি এই অবস্থায় থাকতে পারবে না। পরিস্থিতি কিছুটা হলেও শোষণাবে। এদিকে তেলের দাম 108 ডলার/ব্যারেল উপরে দেখিয়ে এখন 102-103 ডলার। ব্যারেলের ওপরে দেখিয়ে এখন 102-103 ডলার / ব্যারেলের এর কাছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে 120 ডলার / ব্যারেল হতে পারে। ভালো রকম পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে উঁচু দামে বেচে রাখাই শ্রেয় (যদি 120 ডলার ব্রেকট্রুড পায়)। 250 – 255 টাকার কাছে ন্যাচারাল গ্যাস (NG) কিনে খেলতে পারেন। তবে অল্প মার্জিনে (275 – 280) মুনাফা ঘরে তুলবেন।

ডিজিটাল সম্পদ (Digital Asset) : 'মোরাল গ্রুপ অব কোম্পানি'র 'Crypto anand 72' তে বিনিয়োগ ভাবনা রাখতে পারেন। Crypto কথার অর্থ হল Digital Currency। ডিজিটাল এই কয়েন ভারতবর্ষের বৃহৎ Crypto এক্সচেঞ্জ (Exchange) 'bitbse (bitbse.com)' তে নথিভুক্ত আছে। এই কয়েনটার নাম MTG (Magnet Gold)। এই কয়েনটার বিশেষত্ব হল, ন্যূনতম 5000 কয়েন (5000 গুণিতক বেশিও নিতে পারেন) কিনতে হবে। বর্তমানে এর দাম 2 টাকার আশে পাশে। কোম্পানির নিজস্ব এই কয়েন কেনার পরের মাস থেকে 2% করে আগামী 60 মাস রয়্যালটি বোনাস (Royalty Bonus) দেবে। আর 72 মাস পরে কোম্পানি 1 : 1 বোনাস দেবে। অর্থাৎ যতটা কয়েন কিনেছেন তার দ্বিগুণ (Double) পাবেন। আর এখান থেকে দাম 72 মাসে যত বাড়বে তার মুনাফা আপনি পেতে থাকবেন। খুব লাভজনক এই ডিজিটাল Currency তে বিনিয়োগ করলে ভালো মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন।

মোটামুটি একটা বিনিয়োগ ভাবনা তুলে ধরা গেল। সিদ্ধান্ত নেবেন পরিস্থিতির উপর তীব্র নজর রেখে। (খবর নিজস্ব) জীবনচন্দ্র পাইন। মো : 9875530589/9830136198

বন্ধিমের রমরমা, শরৎচন্দ্রের বাজার মন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি- আমরা বাজালিরা সবসময় নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে বড় বুক বাজাই। সুযোগ পেলেই আমাদের ঐতিহ্যমূলক পূর্বপুরুষদের গল্প গুণ করি। অথচ সেই গল্পের এক প্রধান লেখকের জন্মের ১৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও কারও মনে প্রশ্ন ওঠেনি দিনটা এত নীরবে কেটে গেলে কী করে? বলছিলাম কথামিল্লী শরৎচন্দ্রের বিষয়ে। এবছর ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মের সার্বশতবর্ষ পূর্ণ হল। এটা বাজালির কাছে শুধুই একটা জন্মদিন হওয়ার কথা ছিল কি? যেটা কথা ছিল সেটা হল আমাদের সাহিত্য, মানবিকতা, সমাজের দিকে ফিরে তাকানোর একটা সুযোগ। এই তো দেখুন উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ নিয়ে এ রাজ্যে কত কি হল, আরও হবে। আর বন্ধিমাবাবুর কপাল এত চওড়া যে বন্ধিমাতরম লেখার ১৫০ বছর পরেও এখনও তাঁর নাম বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন উচ্চারণে মানুষ বলছেন, তা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন বন্ধিমা, কেউ বন্ধিমাবাবু, কেউ আবার বন্ধিম চান্দ্রা। বন্ধিম সাহিত্য সম্রাট। বাংলা গদ্যে তাঁর থেকে কৌশলী করিগর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেউ আসে নি। জনপ্রিয়তার বিষয়টি যদি মাপকাঠি হয় তাহলে অবশ্যই বলতে হবে শরৎচন্দ্রের গুণের আর কেউ নেই। আগামী ১৫০ বছরও তিনি থাকবেন। অথচ আমরা সার্বশতবর্ষটা বোমালুম ভুলে গেলোম।

যদিও ১৫ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একটা সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হয়েছে। আমরা তাঁর জন্য কৃতজ্ঞ। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিন পালিত হল দেশজুড়ে। তাঁর নামে একটা প্রকল্প শুনেছি মাসাফিক কাল ধরে চলাবে। অথচ শরৎ বাবুর ভাগ্যে জুটল না কিছুই। আগামীদিনে এ প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

একজন কথাসাহিত্যিকের লেখা সাধারণ মানুষের ঘরের ভেতর পৌছে দেবার ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা

অসাধারণ। তাঁর চরিত্রগুলো কোন রাজমহল থেকে আসে নি। এসেছে একামলবতী সংসার, বিধবার ঘর, অপমানিত নারীর আশ্রয়, পাশের বাড়ি, অভাবের উঠোন ও প্রাণের পথ থেকে। তাঁর লেখা পড়ে পাঠক যেন নিজের পরিবারের পরিচিত ছবি দেখতে পান। জনপ্রিয়তার নিরিখে বন্ধিম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক আগে রয়েছেন শরৎচন্দ্র। শরৎ সাহিত্য পড়তে পড়তে পাঠকরা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। শরৎচন্দ্রকে ভালোবাসার সবচেয়ে সহজ উপায় তাঁর বইয়ের সঙ্গে তর্ক করা।

তাঁর নারী চরিত্রের কথাই ধরা যাক। রাজলক্ষী, সাবিত্রী, কিরণময়ী, অভয়া, কমল, পার্বতী, চন্দ্রমুখী। এরা প্রত্যেকেই পৃথক ছাঁচের নারী। তাদের সামাজিক অবস্থান, প্রতিবাদের ধরণ, অভিজ্ঞতা আলাদা। কিন্তু তাদের ঘিরে শরৎচন্দ্র অবিরাম অশান্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরছেন। সমাজ যাকে সম্মান দেবে, সে কি সত্যি সত্যিই মহৎ? আর সমাজ যাকে কলংকিত করে তার কি কোন সম্মান, আত্মমর্যাদা থাকতে পারে না! চরিত্রের সার্বিকক্ষেত্র দেওয়ার আগে সার্বিকক্ষেত্র দাতার চরিত্র পরীক্ষা করা একটা জরুরি কাজ। 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমল সেই পরীক্ষাকে আরও দূরে নিয়ে যায়। বিরহ, প্রেম, অতীত, নারী জীবনের সার্বিকতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচলিত সিদ্ধান্তের কাছে সে চট করে মাথা নোয়াতে চায় না। কমল প্রশ্ন করার অবিকার চায়। তাঁর প্রশ্ন নারী জীবনের অর্থ অন্যরা আগাম লিখে দেবেন কেন? সেই আপত্তি তো আজও আছে। শ্রীকান্তের অভ্যাকে ঘিরেও দাম্পত্যের সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্পর্কের বাস্তব ন্যায্যবোধের সংঘাত আছে।

প্রতিবাদী নারী কি সবসময় স্বাধীন পরিসর পায়? যে লেখককে নিয়ে নতুন কোন প্রশ্ন তোলা যায় না তাকে স্বরণসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো, জীবন্তসাহিত্য হিসেবে পড়া কঠিন। দেবদাসের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তাঁকে শুধু অমরপ্রেম কাহিনী হিসেবে দেখলে পারিবারিক অহংকার, সামাজিক মর্যাদার বিভাজন, পুরুষের সিদ্ধান্তহীনতা ঢাকা পড়ে যায়। দেবদাসের যন্ত্রণাটা সত্যি কিন্তু তাঁর সমস্ত আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। জাতপাতের কথা বুঝতে হলে অভাগীর স্বর্ণ বার বার পড়া উচিত। যেখানে দরিদ্র নীচ জাতের এক নারীর মৃত্যুর পরেও মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বাঁধার মুখে পড়ে। এই অসমতা গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলেতে থাকে। এ এক অসামান্য কাহিনী। এটিই তো চলছে দেশে। এই ধরনের সামাজিক প্রশ্নের সামনে পাঠককে দাড় করাতে শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘ বক্তৃতা নিতে হয় নি। আর মহেশ। হিন্দুত্বের এই সর্বগ্রাসী পরিবেশে মহেশের নাম উচ্চারণ করলে হয়তো সমাজ বিরোধী তকমা গায়ে সেঁটে যেতে পারে। একটা হতভাগ্য মুসলিম পরিবার গফুর, আমিনা আর তাঁদের একটা বলদকে নিয়ে লেখা। মহেশ তার কাছে নিছক কোন সম্পত্তি নয়, বিপন্ন জীবনের সঙ্গী। একজন নির্যাতিত মানুষের হাতে মহেশকে আঘাত পেতে হয়েছিল। সেই হিংসার পেছনে যে নিষ্ঠুরতা তা আমাদের চোখ এড়ায় নি। যাকে আমরা চোখে দেখিনি, তার জন্য একটা দরজা সবসময় খুলে রেখেছেন শরৎচন্দ্র। আর সেই দরজায় তিনি বারবার হাত রেখেছেন।

সার্বজন্যশতবর্ষে আলোচনা হলে অনেক প্রশ্ন সমনে এসে যেত। যেন আমাদের সহানুভূতি কাদের জন্য কাজ করে, আর কাদের কাছে গিয়ে থেমে যায় এটাও আলোচনা হত। শরৎবাবুর রাজনৈতিক পরিচয়ও কম নয়। ১৯২১-১৯৩৬ তিনি ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯২৬ সালে ইংরেজ সরকার পথের দাবীকে নিষিদ্ধ করার রাস্তা নিয়ে এবং তা নিষিদ্ধ হয় ১৯২৭ সালে। এবছর তাঁরও শততমবর্ষ পালন হতে পারত। কিন্তু কিছুই হল না।

প্রিয় সম্পাদক



বাদ কার্নিভাল

গত কয়েক বছর ধরে শারদীয় দুর্গোৎসবের অববাহিত পরে সাড়শ্বের পালন হত 'পূজা কার্নিভাল'। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে এবং বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা চলত। শুক্লর দিকে এই অনুষ্ঠানটি হত ইন্দ্রিা গান্ধী সরণিতে (রেড রোড)। পরের দিকে কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যের অনেক শহরে এটা চালু হয়। কার্নিভালের জেরে একদিকে যেমন আনন্দ ছিল, অন্যদিকে, নিত্যযাত্রীদের বিড়ম্বনার বিষয়টা রয়েছে। রাজ্যের নতুন সরকার এসে একটা সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—সেটা হল কার্নিভাল বাদ হয়ে গেছে। এর ফলে সরকারি অর্থের অপচয় কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে, সাবেক রীতি মেনে নির্ধারিত দিনে প্রতিমা বিসর্জন হওয়ার রাস্তাটা খুলে গেছে।

অপূর্ব সরকার, দমদম

চাই ফুটব্রিজ বা সাবওয়ে

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে হাতিবাগান মোড় পর্যন্ত জায়গাটি অত্যন্ত জনবহুল এবং ব্যস্ততম। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথের রয়েছে স্টল। বিধান সরণীর দু'পাশেই গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর বাস, ট্রাম সহ অন্যান্য যান তো চলেছেই। অটো রিকশাও প্রচুর। ইচ্ছে থাকলেও এই রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলাচল করা দুরূহ ব্যাপার। উৎসবের সময় এই জায়গাটির মিদারক অবস্থা হয়। দু'ঘণ্টার



সম্ভাবনা প্রবল। স্কুল, বড় বিপনি, সিনেমা হল সবই রয়েছে এই অঞ্চলে। সন্ধ্যার সময় জমজমাট, ট্রাফিক ও যানজট এড়াতে এই অঞ্চলে একাধিক ফুটব্রিজ অথবা সাবওয়ে নির্মাণ করলে সমস্যার কিছুটা লাঘব হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের কাছে অনুরোধটি রইল।

সুমনা গুহ, দমদম



মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে নারাজ এশিয়ার সেরা ভারত



পুরস্কার গ্রহণ না করে চলছে নীরব প্রতিবাদ

দুবাই- পুরনো দৃশ্যের অবতারণা। গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদবরা এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি তথা পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেন। সেই একই দৃশ্য দেখা গেলে এবার মেয়েদের এশিয়ার কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নকভির হাত থেকে ট্রফি নিলেন না হরমন্ত্রীত কৌররা। এবার রানার্স হিসেবে হিসেবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের পদক দেওয়ার পর অনুষ্ঠান শেষ করে দেওয়া হয়। মাঠের এককোনায় সারিধ্বভাবে দাড়িয়ে ছিলেন মহিলা ক্রিকেটাররা। এরপরেই নকভি স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যান। ট্রফির দেখা পাওয়া গেল না। মাঠে এদিন ভারতের স্মৃতি মন্ডানা, শেফালি বর্মাদের ব্যাটিং দাপট আর স্বীকৃতি ও দীপ্তির বোলিং দাপটের মুখে দাড়াতাই পারে নি শ্রীলঙ্কা। ভারত ২০ ওভারে ১৮৬-৫। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১১১ রানে।

পানামার সঙ্গে ড্র, জেতার সম্ভাবনা ছিল



রায়ান উইলিয়ামস

বেঙ্গালুরু- রায়ান উইলিয়ামসের দুর্দান্ত গোলে পানামার থেকে এগিয়ে থেকেও খেলা ১-১ ড্র হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ হচ্ছে। প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অবশ্যই জিততে পারত ভারত। একটা প্লাস পয়েন্ট হল গোল হজম করে গোল দেওয়ার ক্ষমতার সাথে।

শুটিংয়ে সোনা, সেরা কমলজিৎ, সুরুচি



কমলজিৎ ও সুরুচি

জাপান- আইটি নাগোয়া এশিয়ান গেমসের ৭ম দিনে অবশেষে শুটিংয়ে প্রথম সোনা পেল ভারত। সুরুচি সিংহ ও কমলজিৎ ১০ মিটার এরায় পিস্তলে মিস্রাড টিম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন তারা। এরপরে ট্রি পজিশনস বিভাগে রুপো পায় ভারত। কমলজিৎ ও সুরুচি ফাইনালে মোট স্কোর করেন ৪৮৪.৬।

কোচ জাহির খান

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্টিভেন ফ্রেমিং চেন্নাই সুপারকিংসের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল পরের আই পি এলে কোচ কে হবেন? সেই জল্পনার শেষ হয়েছে। চেন্নাই সুপার কিংসের পক্ষ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেমিংয়ের জায়গায় প্রধান কোচ হচ্ছেন ভারতের বাঁ হাতে বোলার জাহির 'খান'। দায়িত্ব পাওয়ার পর জাহির জানান, এই দলের দায়িত্ব পেয়ে আমি খুব গর্বিত।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জয়ী রেবাকিনা



রেবাকিনা

ওয়াশিংটন- তিন সেটের লড়াইয়ে কাজাখস্তানের তারকা এলেনা— রেবাকিনা প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জিতলেন। টেনিসে যখন তারকারা মুখোমুখি হন তখন বলা হয় লড়াইটা আগুন আর বরফের মধ্যে, বেলারুশ তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা প্রবল আগ্রাসী। অন্যদিকে রেবাকিনা শান্ত, ঠান্ডা। ফাইনালের আগে সাবালেঙ্কাকে এগিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই, কারণ পরপর দুবার তিনি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্রিস এন্ডার্ট ও সেরিনা উইলিয়ামসের হ্যাটট্রিকের রেকর্ড ছোঁয়ার আসায় ছিলেন সাবালেঙ্কা। ২০২৩ সালে অস্ট্রেলীয় ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কার কাছে হেরেছিলেন রেবাকিনা।

ড্র মায়ামির, মেসির ৯৩০ গোল



অন্তহিরোয়া মেসি

মায়ামি- ইন্টার মায়ামির ড্র করলেও খেলার মাঠে বেশ চমকমনে ছিলেন লিয়োনেল মেসি। সান দিয়োগো এফ সি-র বিরুদ্ধে ফি-কিকে ফুটবলজীবনের ৯৩০ তম গোলই শুধু করলেন না, গড়লেন নজিরও। ইন্টেল লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র ডেনিস বুথাসাকে। এই রেকর্ডের পাশাপাশি সোনার বট জেতার অন্যতম দাবিদার হলেন মেসি। এদিন ২-২ করে ঘরের মধ্যে পয়েন্ট নষ্ট করল মায়ামি। এরফলে মেজর লিগ সকারে শেষ নটি ম্যাচে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে মায়ামি।

শ্রীলঙ্কাকে ধরাশায়ী করে হরমন্ত্রীতদের সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে প্রথম সোনা পেল মেয়েরা। জাপানে ক্রিকেট ফাইনাল ছিল ২২ সেপ্টেম্বর। ফাইনালে ভারত শ্রীলঙ্কাকে হারাল ১৪৭ রানে। টস জিতে হরমন্ত্রীত কাউন্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত ২০ ওভারে ২১৬/৩ করে। জবাবে ১৫.৪ ওভারে শ্রীলঙ্কা ৬৯-এ সকলে আউট হয়ে যান। বাংলাদেশকে ৩১ রানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পায় পাকিস্তান।

টি ২০ বিশ্বকাপে এ বছর পারফরম্যান্স ভাল ছিল না ভারতের। কিন্তু এশীয় পর্যায় ভারতীয় ক্রিকেট দল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার প্রমাণ মিলেছে ফাইনাল ম্যাচে স্মৃতি মানধানা ও শেফালি ডার্মার খেলায়। এদিন স্মৃতি-শেফালির ওপেনিং জুটি চাপে ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কাকে। শেফালি ২৯ বলে ৪৮ রান এবং স্মৃতি ৪৫ বলে ৭৯ রান করেন। স্মৃতি প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর নিজস্ব কেরিয়ারে ১১ হাজার রানের মাইলফলক পার করে রেকর্ড করেন। আন্তর্জাতিক টি-২০-তে প্রথম জুটি হিসেবে ৪০০০ রানের পার্টনারশিপ গড়লেন স্মৃতি-শেফালি। এরপরে রিচা শেষ ব্যাট করতে নেমে ২২ বলে অপরাজিত থেকে ৪৯ রান করেন।

অপরদিকে, শ্রীলঙ্কা অনেকটাই নির্ভরশীল থাকে তাদের অধিনায়ক চামারি আটাপাটির ওপর। কিন্তু এদিন তাঁর ব্যাট থেকে কিছুই আসে নি। শ্রীলঙ্কার ১০ উইকেট দখল করেন ভারতীয় স্পিনাররা। দেশকে এশিয়াতে প্রথম সোনা এনে দেওয়ার পর অধিনায়ক হরমন্ত্রীত বলেন, 'আমাদের সোনার পদক পাওয়ার বাধা দূর হল। এবার সামনের লক্ষ্য ২০২৮ অলিম্পিকে সোনা জয়।'

এশিয়ান গেমসে রুপো চানুর

জাপান- টোকিও অলিম্পিকে রুপো, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, কমনওয়েলথে তিনটে সোনা। কিন্তু এশিয়ান গেমসে এতদিন পদক অধরাই ছিল। এবার নাগোয়া এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জিতে ভারতকে ২৮ বছর পর ভারতোলানে পদক এনে দিলেন মীরাবাই চানু।



আনন্দোয়াস-এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জিতে বিরণ, প্রাচী, পূজা এবং বিত্যা

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ মুহূর্ত



সেরাম শারদবরষ ২০২৬-এর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। মধ্যে উপস্থিত সহ-সভাপতি স্বামী সারদাস্বামী, শিল্পী গিরমল গান, প্রশান্ত পাল, বাতিক শিখী দেবাবীষ বসু।



সেরাম শারদবরষ হোডিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান



সেরাম শারদবরষ হোডিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান



সেরাম শারদবরষ হোডিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান



সেরাম শারদবরষ হোডিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান



সেরাম শারদবরষ হোডিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান



সম্পাদকের জন্মদিনে ভরখার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সঞ্জীব আচার্য

সম্প্রদায়ের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ?

থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু স্প্লিন (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।
থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহকের বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে।
কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আত্মদানের আবেদন

সুজনেয়ু, আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাস্বামী মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌধুরী ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রানপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য, ১৪) অভিবেক কুমার মিত্র, ১৫) রবিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) অমীরা চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) অশীষ ভট্টাচার্য, ২৪) স্বপন কুমার ভূঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তুষা বসু, ২৭) বর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) প্রশান্ত দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজ্ঞানী নন্দন, ৩২) কবিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) কুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) গৌরী ভট্টাচার্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) শীলাবতী মল্লিক, ৪১) কোমো ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রক্তত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অরুন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা সাহা, ৫৫) জগা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডিল্লিদা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬



মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সব্বার মাঝে, সব্বের মাঝে



শারদীয়া ক্রোড়পত্র

পৃষ্ঠা-‘ক’



সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নী নমোহস্তুতে ॥

এ রাজ্যে দুর্গা হল সকলের ঘরের মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাঙালিদের প্রিয় পূজা দুর্গাপূজা। কিন্তু দুর্গাপূজার যে নিজেও মনে প্রাণে কতখানি বাঙালি সে বিষয়ে তাঁদের অনেকেই অবহিত নন। চেহারা, কাজকর্ম এবং লোককাহিনীতে বঙ্গভূমিতে দুর্গা-মা বাকি দেশের থেকে একেবারে আলাদা। তাঁর এমন কদর যেন তিনি একলা মেনকারই কন্যা নন, সমগ্র জনগোষ্ঠীই আদরের মেয়েটি। এই হৌলি বৃষতে হলে দেবীর দ্বাদশ চরিত্রের মূল সূত্রটি বোঝা দরকার। জানা দরকার, এক দয়াময়ী জননী কেন নিজের মায়ের কাছে এমন যুদ্ধ দেখি মূর্তিতে এসে দাঁড়ানো কিংবা, মা যখন অসুররাজ্যের সঙ্গে জীবনমরণ যুদ্ধ করছেন, তখন তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরাই বা কোন আক্কেলে এমন নিরুত্তর দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

ইতিহাসের কথায় বাংলায় মহা আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু হয় মধ্যযুগে। তখন রাজ্যসে দেখা দিয়েছেন বাংলার জমিদারদের প্রথম গোষ্ঠী। তাঁদের নিয়োগ করেছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির। এই জমিদাররা ও জাহাঙ্গিরের সুবেদাররাই জীকর্জমক করে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এঁদের মধ্যে তাহেরপুরের কংসনারায়ণ এবং নদিয়ার ভবানন্দ মজুমদারের অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজনেই ব্রাহ্মণ। এ হল সতেরো শতকের দ্বিতীয় দশকের কাহিনী। এই যুগের প্রাচীনতম পূজাটি যদি টিকে যেত, তবে এখন তার বয়স দাঁড়াতে বড়জোর চারশো বছর। জাহাঙ্গির শাহজাহানের পর হিন্দু-অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষক রূপে যে মুসলিম শাসকের নাম

পাওয়া যায়, তিনি হলেন নবাব মুর্শিদকুলি ঝাঁ। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীবৃন্দ খাজনা আদায়ের জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপরই আস্থা রেখেছিলেন। তবে সে হল আঠারো শতকের গোড়ার কথা। তার কিছুদিন পরই পলাশির যুদ্ধে সিরাজের সূর্য ডুবল এবং ভূষা মীরা দলে দলে পক্ষ বদল করে ব্রিটিশের পতাকাতে আশ্রয় নিলেন। এতটাই আনুগত্য তাঁদের যে মাত্র তিন মাস পরেই বিশ্বাসঘাতক ক্লাইভের বিজয় উদযাপনে রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রবল ধুমধামে দুর্গাপূজা আয়োজন করলেন। তাকে নর্তকীর আসর বাসেছিল, সুরার ঘোত বয়েছিল।

মোক্ষা কথা হল—বাদশা, নবাব কিংবা ব্রিটিশ, তিন শাসকেরই এক রা। যে কোনও মূল্যে চাষযোগ্য জমির বিস্তার করতে হবে। আর জন বিত্তীর্ণ জলাভূমি থেকে সেখানকার অধিবাসী বোঝা মহিষদের তাড়াতে হবে, কারণ সেই জমিতেই তো বুনতে হবে সেরা জাতের আমন ধান। এই আয়োজন থেকেই দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কৃতকর্ম আড়াল করার অভিপ্রায়ে, দুর্গার মহিষ বধের আয়োজন। এবার বোঝা যাচ্ছে, কেন রক্তাক্ত অবলা জীবটিকে দেবী খামকা টেনেহিঁচড়ে তাঁর বাপের বাড়ি পশ্চিম নিয়ে এলেন। অন্যদিকে, পুরাণে অশুভ শক্তির সঙ্গে দেবীর যে অস্ত্রাস্ত্র সংগ্রাম বর্ণিত, তার উপরে ব্রাহ্মণধর্মের প্রগাঢ় আস্থা। তাই তাঁকে সেই চিরাচরিত রূপে বর্ম এঁটে যুদ্ধবেশে দেখা দিতে হল। একেবারে রণসাজে, দশভুজে। চারদিনের বার্ষিক পূজাবকাশেও তাঁর যুদ্ধের ছুটি নেই। তার

ওপর কৃষকরা অতি চক্ষুশ্রমতি। যদি জমিদারের শর্তে তাঁদের নান্দ্রি আস ওঠে কিংবা ক্রমাগত দুর্ভিক্ষে তাঁদের অন্ন না জোটে, তবে তাঁরা জমিদারি ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে পারেন। তাই তাঁদের উপর কর্তৃত্ব কায়ম রাখতে অপরাধের পরাক্রম প্রদর্শনের স্বার্থে জমিদাররা দুর্গাশক্তির গুজর নিলেন।

এইসব স্ববিবেচিত লক্ষ্য করেছেন উনিশ শতকের কবি দাশরথি রায়। তাঁর আগমনী পদে মেনকা প্রায় শিউরে উঠেছেন,

‘হে হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী/ সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?’

রসিকচন্দ্র রায়ের পদেও মেনকার অনুরূপ মনোভাব

‘গিরি, কার কণ্ঠহার অনিলে গিরিপুত্র/ এ তো উমানয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে’।

বাঙালি দুর্গার আরও একটি দায় ছিল। তাঁকে সুখী ‘পরিবার’-এর মমতাময়ী ‘মা’ রূপে দেখতে সাধারণ মানুষ বড়ই আগ্রহী। ঘটনাচক্রে, ততদিনে কার্তিক ও গণেশ একক ঈশ্বররূপে পূজিত হচ্ছেন। অন্যত্র সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাস বথবা বিবর্তনের পর তাঁদের এহেন উত্থান। প্রাবিড়দের মধ্যে বহুদিন যাবৎ মুকুণ্ডন, অরুমগম, সেছিল বা সুব্রহ্মা নামের দেবপূজার চল রয়েছে। এখানে ভগবান প্রাক-ব্যঙ্গসন্ধি বালক-দেবতা রূপে পূজিত। তিনি সুকুমার। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকরে চরাচর কাপে না। গণেশ ঠাকুরটিও পাঁচটি দেশি। তিনি হলেন গণ-ঈশ—পুরাণে কদাকার খর্বকায় যে ‘গণ’দের উল্লেখ মেলে, তাঁদের দেবতা। ‘ঋদপূরণ’ ও

‘শিবপুরাণ’-এ উভয়কেই দুর্গা-তনয়ে পর্যবসিত করা হল। আনুমানিক ঊদ্য শতাব্দীতে বাংলার পূজাবাদীতে দেবীপার্শ্বে ‘অতিথি শিল্পী’র ভূমিকায় তাঁরা প্রথম অবতীর্ণ হন। রাজশাহির নওগাঁ ও কুমিল্লার দক্ষিণ মোহাম্মদপুরে সেই সময়ের যে বিগ্রহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে এই সাধ্য মিলেছে। বরং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিষয়টি অধিক গোলমালে। কারণ, বিষ্ণুর সহচরী রূপে যে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীকে আমরা চিনি, তিনি তো বয়সে দুর্গার থেকে বড়। অন্যদিকে সরস্বতীও আগেই রক্তার সঙ্গিনীরূপে সুপরিচিত। তবু বাঙালি জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে এই চারজনেরই বয়স যারপরনাই কমিয়ে, তাঁদের দুর্গার সন্তানসন্ততি রূপে প্রতিষ্ঠা করা হল। এমনকি, বিবিশ্রম্যত কোনও দত্তক শংসাপত্রেরও দরকার হল না। পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যেন তাতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যে কোনো প্রকারেই হোক, এই যুদ্ধ দেখি চণ্ডীমূর্তিকে নিয়ন্ত্রণে তো আনা গেল। নইলে এই উগ্রস্বভাবা নারীদ্বের স্বাধীনতা নিয়ে মেয়েদের বিপজ্জনক সব দীক্ষা দিয়ে না হাঁপ কতই বিপদে ফেলতেন। তাঁকে চার ছেলেমেয়ের হেপাশে বেঁধে ‘ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে’ যেন শান্তি। বিপত্তারিণী বলে দাগিয়েই বিপদ হতে রক্ষা! এ বার বোঝা গেল, কেন তাঁর সন্তানকুল সমরাদন এড়িয়ে অন্যদিকে দেখাচ্ছেন? উপায়ই বা কী? মধ্যযুগের শেষার্ধ্বে চার সন্তানের জন্য নতুন করে পুরাণের গল্প বৈদে, রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে অসুরদলনে

► পরের পাতায় দেখুন



সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবার মাঝে



শারদীয়া ক্রোড়পত্র

পৃষ্ঠা-‘খ’



শহরে পূজায় প্যাডেলের কাজ চলেছে পুরোদমে

মায়ের রূপের শেষ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি- অষ্টমী বা নবমীর অঞ্জলি নহে, পরিচিতির বহুত্বকে স্বীকার না করলে শারদীয়ার দেবীপূজা বৃথা। দুর্গা কেবল মহিষাসুর, শুভ-নিশুভ বাধের দশপ্রহরণধারিণী নহেন। তাঁহার পরিচিতিতে অরণ্যচারী হতে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, নানা রূপ মিশিয়া আছে। দেবী প্রথমে ধরা দেন বৈষ্ণব ধর্মে, সেখানে তিনি দেবকীর গর্ভসম্ভূত, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ। কংস সেই শিশুকন্যাকে বধ করতে উদ্যত হইলে তিনি পূর্ণ যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উঠে অট্টহাস্য করেন। নিদ্রা বা কালরাত্রি নামে চতুর্ভুজা ও অষ্টভুজা এই দেবী পূজা পাইতেন, সাম্রাজ্যের প্রান্ত্রে বিদ্য পর্বতের অরণ্যে বিদ্বাসিনী রূপে তিনি অধিষ্ঠান করিতেন। সেই সময় অরণ্যচারী শবররাই ছিলেন তাঁহার উপাসক। প্রাচীন ভারত এই বিদ্বাসিনীকে চিনিত, বাংলার তাড়লিগু বন্দরে বর্ণভীমা মন্দিরে আজও তাঁহার নিত্য উপাসনা। কালক্রমে এই প্রান্তিক দেবীই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বীকৃত হইলেন, অসুর বাধের পর বৈদিক ইন্দ্র তাঁহার মস্তকে রাজত্ব ধরিলেন। শবর-পূজিত, অরণ্যচারী দেবীকে রাজবেশে সাজাইয়া দেন দেবরাজ স্বয়ং। মহিষাসুর যে মহিষের রূপ ধারণ করিয়া বৃদ্ধে আসেন, সেই মহিষ কি কেবল একটি তুণভোজী, চতুষ্পদ প্রাণী? স্বাধেদের ভাষাকার সাধন জানান, মহিষ অর্থে যে কোনও পশু। অরণ্যচারী শবরেরা দেবীর পদতলে পশু বলি দিত। আজকাল দলিতের উপর সহস্র অত্যাচার দেখিয়াও যে সকল শক্তিমাত্রা নীরব থাকেন, তাঁহারা আর যাহাই হউন, শক্তিসাধক নহেন।

সিংহবাহিনী অরণ্যচারী দেবীটির কাছে শুধু বৈদিক ইন্দ্রই নতি স্বীকার করিলেন না, তাঁহার বৈষ্ণব জন্ম ক্রমে প্রবর্তিত হইল শৈব ধর্মে। দেবী হইয়া উঠিলেন হিমালয়সূতা উমা, শিবের ধরনি। হিন্দুধর্মে পূজার ইতিহাসটিই বলিয়া দেয়, বৈষ্ণব বনাম শৈব সাম্প্রদায়িকতার স্থান এখানে নাই। দুইয়ের মধ্যে আদানপ্রদান চলিয়াছে, হিন্দু ধর্ম দেবীর সব চারিই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিচিতির বহুত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রাচীনকালে দেবীর পূজা হইত জন্মাস্তমীর ভাত্র মাসে, ক্রমে রাজাদের দিগ্বিজয়ের মাস আশ্বিনে। তিনি কেবল বৈষ্ণব বা শাক্ত, এই জাতীয় বন্ধনীতে দেবীকে হিন্দু ধর্ম সঙ্কচিত করিয়া দেয় নাই, পরিচিতির বহুত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই বহু পরিচিতিই দেবীকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বভারতীয় করিয়াছে। তাই বৈদিক যজ্ঞ ও বামচারী তান্ত্রিক উপচার দুই-ই মিশিয়া গিয়াছে তাঁহার পূজাপদ্ধতিতে। অষ্টমীতে অঞ্জলির আগে কোষাকুণ্ডি ও নানাবিধ উপচার শুদ্ধ করার যে ‘ভূতশুদ্ধি’, মস্তকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া নিজেকে শুদ্ধ করিবার যে ‘ন্যাস’, তাহা তন্ত্রের অবদান। বিজয়া দশমীর শেষে জলে দেবীর বিসর্জনের প্রথাটি আসিয়াছে কামরূপ হইতে। এই বহু পরিচিতির কারণেই মিথিলা হইতে দক্ষিণের বিজয়নগর অবধি সর্বত্র ছড়াইয়া আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা দুর্গাভক্তিভরঙ্গিণী। মিথিলার পূজা-উপচারে বোধনের দিন একটি বিশ্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর মূর্তি গড়ার কথা আছে। সেখানে বৃক্ষশাখা কাটিতে গিয়া প্রথমে অঞ্জলি দিতে হইবে, হে বৃক্ষ, তুমি যন্ত্রণা পাইয়ো না, অপরাধ লইয়ো না। আমরা কেবল পূজার নিমিত্ত একটি শাখা কাটিব। বাঙালি যাহাকে কলাবৌ বলে, তিনি নিছক গণেশপত্নী নহেন। নবপত্রিকার নয়টি গাছ তথায় নয় শক্তির প্রতীক। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী, কচুর কালী, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তী কাঁটিকী, বেল শিবা, ডালিম রক্তদন্তিকা, অশোক শোকরহিতা, মানকচু চামুণ্ডা ও ধান লক্ষীর প্রতীক। অরণ্যজন হইতে গাছপালা পরিবেশের সকলের প্রতি হিন্দুর দুর্গাপূজা মমত্বশীল ছিল, এখন সবই বর্ণভেদে খিম-পূজায় পর্ববসিত হইয়াছে। খিমপূজা থাকুক, কিন্তু দুর্গার এই শাস্ত্রসম্মত বহু পরিচিতিটিও ‘স্মরণে রাখা জরুরি।

দুর্গার ৩২ নামের তালিকা

১. দুর্গা—যাকে লাভ করা কঠিন।
২. দুর্গতিনাশিনী—দুর্গম বা কঠিন কষ্ট নাশকারিণী।
৩. দুর্গাপছিনিবারিণী— বিপদের নিবারণ কারিণী।
৪. দুর্গমচ্ছেদিনী—দুর্গম বা অসাধ্য কাজ ছেদনকারিণী।
৫. দুর্গাসাধিনী—দুর্গত বিনাশকারিণী।
৬. দুর্গানাশিনী— দুর্গতি ও বিপত্তি নির্মূলকারিণী।
৭. দুর্গতোদ্ধারিণী— কষ্টে থাকা জীবের উদ্ধারকারিণী।
৮. দুর্গনিহন্ত্রী—বিপক্ষ বা দুঃখ নিহন্ত্রী।
৯. দুর্গমাপহা—দুর্গম বিপদ দূরকারিণী।
১০. দুর্গমজ্ঞানদা—দুর্গম বা পরম জ্ঞান দাত্রী।
১১. দুর্গদৈত্যলোকদবানলা—দৈত্যদের জন দাবানল স্বরূপ।
১২. দুর্গমা—যিনি সহজগেমা নন।
১৩. দুর্গমালোকা—যার দর্শন পাওয়া দুর্গম।
১৪. দুর্গমাস্ত্ররূপিণী—যার স্বরূপ দুর্গম বা রহস্যময়।
১৫. দুর্গমার্গপ্রদা—সংপথ বা দুর্গম পথের নির্দেশিকা।
১৬. দুর্গমবিদ্যা—দুর্গম বা গুপ্ত বিদ্যা স্বরূপ।
১৭. দুর্গমশ্রিতা—যাদের আশ্রয় দুর্গম।
১৮. দুর্গমজ্ঞানসংস্থানা—দুর্গম জ্ঞানে যিনি অবস্থিত।
১৯. দুর্গমধ্যানভাসিনী—ধ্যানে যিনি প্রকাশিত।
২০. দুর্গমোহা—মোহনশিলী।
২১. দুর্গমগা—যিনি দুর্গম স্থানে গমন করেন।
২২. দুর্গমার্থস্বরূপিণী—দুর্গম অর্থের রূপ।
২৩. দুর্গমজ্ঞানভাসিনী—জ্ঞানে ভাস্বর।
২৪. দুর্গমকামপ্রদা—দুর্গম বা কঠিন কামনা পূরণকারিণী।
২৫. দুর্গমাস্ত্রপ্রবিষ্টা—আস্ত্রায় প্রবিষ্টা।
২৬. দুর্গমেশ্বরী—দুর্গম বা পরম শক্তির ঈশ্বরী।
২৭. দুর্গভয়নাশিনী—ভয়নাশিনী।
২৮. দুর্গমগতিপ্রদা—সদগতি দাত্রী।
২৯. দুর্গমতারিণী—তারণকারিণী।
৩০. দুর্গমপরায়ণা—পরায়ণা।
৩১. দুর্গমকোটসহিতা—কোট শক্তিরূপিণী।
৩২. দুর্গমার্থপ্রকাশিনী—দুর্গম অর্থপ্রকাশ কারিণী।

এ রাজ্যে দুর্গা হল সকলের ঘরের মেয়ে

▶ প্রথম পাতার পর

তাঁদের ভূমিকায় সিলমোহর দেওয়া তো সম্ভব ছিল না আর! ভেবে দেখুন, সারা ভারতে শরতের এই নয়টি দিন পালিত হয় নবরাত্রি রূপে। দুর্গার নয়, রাম-রাবণের যুদ্ধের স্মারক এই নবরাত্রি। এ সময় ভক্তরা সংযম, উপবাস পালন করেন, মিথ্যার অভ্যাস করেন। কিন্তু বাঙালিরা তো সর্বদাই উলটো পথে চলেছেন। তাই তাঁরা এই আনন্দের দিনগুলি উদযাপন করেন চব্যচোষা সহযোগে। গণেশের কলা বৌ আন দিয়ে যে উর্বরতার উৎসবের সূচনা। সিঁদুর খেলায় তার সমাপন। অবশ্য সিঁদুর খেলা এখন আধুনিক বদভাবার অঙ্গরূপ তথা স্টাইলের বিশেষ দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপরে পরেই পূজার উদ্যোক্তার ভূমিকায় জমিদারদের জায়গায় এলেন জাতীয়তাবাদীরা। তাঁরা সমষ্টিগতভাবে সর্বজনীন পূজা শুরু করলেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে মানুষ যাতে शामिल হন, তার জন্য এই মঞ্চকে একটি মাধ্যমরূপে ব্যবহারের কথা ভাবলেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের পূজাবাসরে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করলেন। দুর্গোৎসবের এই ‘বারোয়ারি’ পর্যায়টি আজও চলছে। শুধু কর্মকর্তারাই কেবল বদলে যাচ্ছেন। একুশ শতকে এসে অবশেষে দুর্গাপূজার একচেটিয়া দখল নিয়েছেন সাবঅলটার্ন শ্রেণি, যে শ্রেণি এখন রাজনৈতিক ক্ষমতার গতিতে অধিষ্ঠিত।

মা আসছে

মা এসেছেন মা এসেছেন
রঙিন শাড়ি পরে
মা এসেছেন ভিন্ন রূপে
হাওয়ার ঘোড়া চড়ে।
রঙিন সাজে মন্দিরে আজ
বাজে কাসর সেল
তাকখিনাখিন বাদ্য বাজে
আনন্দ উত্তরোল,
যাক ধুয়ে আজ সকল কালো
আলোয় হালুকা ধরা
শান্তি সুখে দিলটা কাটুক
খনখিনা ভরা।
টাকডুমডুম টাকডুমডুম
হেঁচকে ঝিকমিকি
চোলের ফুলে জোড়না করায়
মা হেসেছেন তিকি,

জন প্রামাণিক

